পরিশেষে, কান্টের কোপার্নিকীয় বিপ্লবের মধ্যে একটি আগ্রহ-উদ্দীপক অর্থ নিহিত আছে বলে পপার মন্তব্য করেছেন। অর্থটি এইভাবে উদঘাটন করা যায়। কোপার্নিকাসের নিজের বিপ্লব একটি মানবীয়-সমস্যা উত্থাপন করেছে, যে সমস্যার সমাধান কান্টের কোপার্নিকীয় বিপ্লব করেছে বলে পপার মনে করেন। সমস্যাটি এই : জাগতিক বিশ্বে কোপার্নিকাস্ মানুষের কেন্দ্রিয় ভূমিকাকে, মানুষকে, বঞ্চিত করেছেন। কিন্তু কান্ট দেখিয়েছেন যে এ জাগতিক বিশ্বে যা প্রকৃতিতে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে মানুষের, আমাদের, কেন্দ্রিয় ভূমিকা আছে। প্রকৃতিতে আমরা যে ক্রম লক্ষ করি, তা অন্ততপক্ষে আমরা উৎপন্ন করি, আমরাই প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান সৃষ্টি করি।

ঝ. দেশ ও কাল
(Space and Time)

▲ ভূমিকা

ক্রিটিক্ অফ্ পিওর্ রীজন গ্রন্থের "ট্রান্সেন্ডেন্টাল্ ডক্ট্রীন্ অফ্ এলিমেন্টস্" ("Transcendental Doctrine of Elements") অধ্যায়ের অন্তর্গত "ট্রানসেন্ডেন্টাল্ ঈস্থেটিক্" ("Transcendental Aesthetic") নামক প্রথম অংশে **দেশ ও কাল (Space and Time)**-সংক্রান্ত আলোচনা লক্ষিত হয়। আরও বিশদভাবে বলা যায় যে এই অংশে কাণ্ট আমাদের জ্ঞান লাভের দুপ্রকার শক্তির—সংবেদনশক্তি (sensibility) এবং বোধশক্তি (understanding)-এর মধ্যে সংবেদনশক্তি ও এর ক্ষমতা সম্পর্কে বিচারমূলক অনুধ্যান করতে গিয়ে দেশ ও কালের ধারণা বা প্রত্যয়ের আলোচনা করেছেন। কিন্তু কীভাবে? সেটা আমরা দেখতে পারি।

"ঈস্থেটিক্"-এ কান্ট্ দাবি করেন, দেশ ও কাল হল ***পূর্বতসিদ্ধ অনুভব* (*apriori* intuitions)**। আমরা জানি যে কোনো জ্ঞানকে *পূর্বতসিদ্ধ* বলা হয় যদি তা "অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ এবং এমনকি ইন্দ্রিয়সমূহের সকল মুদ্রণ নিরপেক্ষ হয়"। এই "নিরপেক্ষতা" ("independence") বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে কান্ট্ খুব যথাযথ বক্তব্য রাখেননি বলে কেউ কেউ যথা পার্সনস্[১] মন্তব্য করেন। তবে *পূর্বতসিদ্ধ* অবধারণের ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট বলে মনে হয়—**অবধারণের *পূর্বতসিদ্ধ* হওয়া** থেকে নিঃসৃত হয় যে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা যাচাইকৃত কোনো বিশেষ ঘটনা বা ব্যাপারকে উক্তরূপ অবধারণের ন্যায্যতা দেখানোর জন্য উপস্থিত করা যাবে না। যাইহোক, কান্ট্ বলেছেন, কোনো অবধারণের *পূর্বতসিদ্ধ* হওয়ার দুটি মানদণ্ড বা চিহ্ন আছে—**অবশ্যম্ভবতা** এবং **যথাযথ সার্বিকতা**। এ বক্তব্য স্পষ্টতই নির্ভর করে একটি দাবির ওপর। দাবিটি হল : যে অবধারণ অবশ্যম্ভব ও যথাযথভাবে সার্বিক হিসাবে গঠিত হয়েছে তার ন্যায্যতা দেখানোর জন্য বাস্তব-ব্যাপারের সাহায্য নেওয়া যাবে না।

উল্লেখ্য যে কান্টের দর্শনে কেবলমাত্র অবধারণই *পূর্বতসিদ্ধ* হয় না, **প্রত্যয় (concepts)** এবং **অনুভব (intuitions)** *পূর্বতসিদ্ধ* হয়ে থাকে। প্রত্যয় ও অনুভবের ক্ষেত্রে ন্যায্যতা দেখানোর বিষয়টি স্পষ্টতই প্রযোজ্য হয় না। কান্টের কাছে প্রত্যয় ও অনুভব ***"পূর্বতসিদ্ধ"*** বলতে বোঝায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা মনেরই অবদান। তারা অভিজ্ঞতার "পূর্ব" ("prior"), কেননা অভিজ্ঞতাতে তারা মনের দ্বারা আনীত হয়। এছাড়াও বলা যেতে পারে, প্রত্যয় ও অনুভবকে *পূর্বতসিদ্ধ* হতে হলে তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার কোনো উপাদান বা আধেয় (content)-এর নির্দেশ থাকবে না, অথবা যেসব বিষয়ের অস্তিত্ব কেবল অভিজ্ঞতার দ্বারা জ্ঞাত হয় সেসব বিষয়ের নির্দেশ প্রত্যয় ও অনুভবের মধ্যে থাকবে না।

এখন, "অনুভব" ও "প্রত্যয়" বলতে কান্ট্ কীবোঝেন তা ব্যাখ্যার চেষ্টা করতে পারি। "ঈস্থেটিক্"-এর শুরুতে কান্ট্ বলেছেন :

---

[১] Parsons, C., "The Transcendental Aesthetic", ***The Cambridge Companion to Kant,*** (ed.), Guyer, Paul., Cambridge Universit...

Scanned with CamScanner

"যেভাবে এবং যে উপায়ের দ্বারা কোনো প্রকারের জ্ঞান বিষয়সমূহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হোক না কেন, **অনুভব** হচ্ছে তাই যার মাধ্যমে তা (জ্ঞান) তাদের (বিষয়সমূহের) সঙ্গে সাক্ষাৎ বা তাৎক্ষণিক (বা অপরোক্ষ) সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়।"[১]

অনুভব হচ্ছে একটি অবস্থা যার **দ্বারা** আমরা কোনো কিছু সম্পর্কে সচেতন হই। এ **অবস্থাকে** বলা যায় বিষয়ের ছাপ বা ভান বা প্রতিরূপ (representation)। ভান আমাদের হয়, যখন আমরা বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হই। পরে কান্ট্ বলেন, অনুভব "বিষয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে (বা তাৎক্ষণিকভাবে) সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং অনন্য (singular)"। অন্যদিকে, প্রত্যয় হচ্ছে তাই যা বিষয়কে "নির্দেশ করে পরোক্ষভাবে কোনো বৈশিষ্ট্যের দ্বারা যেটি (যে বৈশিষ্ট্যটি) অনেক জিনিসের মধ্যে সাধারণভাবে থাকতে পারে।" (A 320 / B 377) *ক্রিটিক্ অফ্ পিওর রীজন্* গ্রন্থে আমরা এ দুটি ব্যাখ্যা পাই।

এর সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে *যুক্তিবিজ্ঞান* (***Logic***)-এর ওপর দেওয়া কান্টের বক্তৃতায় "অনুভব" ও "প্রত্যয়"-এর সংজ্ঞাগুলি।

> "জ্ঞানের সকল ধরন, অর্থাৎ, কোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সচেতন সকল ভান (ছাপ বা প্রতিরূপ) হচ্ছে **অনুভব** অথবা **প্রত্যয়**। অনুভব হল একক (বা অনন্য) ভান..., প্রত্যয় হল সাধারণ বা চিন্তাপ্রসূত ভান...।"[২]

তাহলে অনুভব হচ্ছে কোনো একক বা অনন্য ভান বা প্রতিরূপ—অর্থাৎ, একটি বিষয় বা বস্তুর সঙ্গেই তার সম্বন্ধ হয়ে থাকে। এই দিক থেকে অনুভব একবচনাত্মক পদ (singular term)-এর সদৃশ। অপরপক্ষে, একটি প্রত্যয় হল সাধারণ। যেসব বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যয় সম্বন্ধযুক্ত হয় তারা স্পষ্টতই এমন যে তারা প্রত্যয়টির অধীন হয়ে থাকে। প্রত্যয় যে সাধারণ ভান বা প্রতিরূপ, তা *ক্রিটিক্ অফ পিওর রীজন্*-এ এইভাবে বলা হয়েছে : প্রত্যয় কোনো বৈশিষ্ট্য (চিহ্ন) দ্বারা কোনো বিষয়কে নির্দেশ করে বা বোঝায়—যে বৈশিষ্ট্য অনেক জিনিসের মধ্যে সাধারণভাবে থাকতে পারে।

ক্রিটিক্-এ আমরা যে দুটি ব্যাখ্যা পাই তাতে বলা হয়েছে কোনো অনুভব তার বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে "সাক্ষাৎভাবে" বা "তাৎক্ষণিকভাবে" যুক্ত। এই "তাৎক্ষণিকতা শর্ত"-এর স্বল্প ব্যাখ্যা কান্ট্ দিয়েছেন। এর অর্থ বিতর্কের বিষয়। সেই বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা "ঈস্থেটিক্"-এ (A19/B33) কান্ট্ অনুভব সম্পর্কে যা বলেন তা লক্ষ করতে পারি। অনুভব হচ্ছে তাই "যার প্রতি সকল চিন্তা উপায় হিসাবে ধাবিত হয়।...অনুভব হয়ে থাকে কেবলমাত্র যতদূর পর্যন্ত বিষয় আমাদের কাছে প্রদত্ত হয়। এটা আবার অন্ততপক্ষে মানুষের কাছেই শুধু সম্ভব, কেননা মন কোনো বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।" অনুভব সম্পর্কে যা বলা হল তার থেকে সংক্ষেপে বলা যায় যে "অনুভব" শব্দটির একটি মুখ্য অর্থ আছে। এ অর্থে শব্দটি বোঝায় বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাক্ষাৎ বা তাৎক্ষণিক অবগতিকে। **অর্থের** পরিবর্তনের দ্বারা শব্দটি সেসব বিশেষ বিশেষ বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যাদের সম্পর্কে আমরা **সাক্ষাৎভাবে** বা তাৎক্ষণিকভাবে অবগত হই।[৩]

কান্টের মতে, এই অনুভব ঐশ্বরিক অনুভব নয়, এ অনুভব মানব-অনুভব। মানব-অনুভব **হয়ে থাকে**, বিষয় আমাদের কাছে প্রদত্ত হলে—আর বিষয় আমাদের কাছে প্রদত্ত হয় সংবেদনশক্তি-র দ্বারা. কাজেই কেবলমাত্র সংবেদনশক্তির দ্বারা মানব-অনুভব বা ইন্দ্রিয়ানুভব হয়। কিন্তু সংবেদনশক্তি কী? আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, জ্ঞান হতে হলে বিষয় দরকার। এখন, বিষয়ের দ্বারা যখন আমরা প্রভাবিত হই, তখন **বস্তুর ছাপ বা ভান (representation)** আমাদের মনে জাগে। **এই ছাপ** বা ভান গ্রহণ করার ক্ষমতা, সামর্থ্য

---

[১] In whatever manner and by whatever means a mode of knowledge may relate to objects, ***intuition*** is that through which it is in immediate relation to them." (A19/B33)। 'A' এবং 'B' বলতে যথাক্রমে *Critique*-এর **প্রথম** ও দ্বিতীয় সংস্করণ বোঝাচ্ছে এবং তারপর সংখ্যাগুলি মূল জার্মান গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা বোঝাচ্ছে।

[২] "All modes of knowledge, that is, all representations related to an object with consciousness, are either ***intuitions*** or ***concepts***. The intuition is a singular representation..., the concept a general or reflective representation..." (***Logic***, ed., Jasche, sec 1.)

[৩] Walker, Ralph C. S. ***Kant The Arguments of the Philosophers***, Routledge & Kegan Paul, 1978. p. 43.

Scanned with CamScanner

বা শক্তি আমাদের নিশ্চয়ই আছে। এ শক্তিকে বলে **সংবেদনশক্তি**। এখন, কান্টের মতে, ছাপ বা ভান হচ্ছে জ্ঞানীয় অবস্থা, এই অবস্থা যাতে থাকে তাকে বলে **ছাপের** বা ভানের **মৌলিক মানসিক-শক্তি (faculty of representation)** অথবা মন। কান্ট্ মনে করেন, যখন আমরা বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হই—অর্থাৎ, আমাদের ইন্দ্রিয় বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়—তখন এই মৌলিক মানসিক-শক্তির বা মনের ওপর কোনো প্রভাব বা ফলাফল ঘটে থাকে। এ প্রভাব বা ফলাফলকে বলে **সংবেদন (sensation)**। কেবলমাত্র সংবেদনের সাহায্যেই মানব-অনুভব বা ইন্দ্রিয়ানুভব নিজেই তার বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়।

সংবেদন-জন্য ইন্দ্রিয়ানুভব (empirical intuition or sense intuition)-এর বিষয়কে কান্ট্ **বাহ্যরূপ (appearance)** বলেন। অন্য কথায়, ইন্দ্রিয়ানুভবে যা প্রদত্ত (given) হয়, তাকে কিংবা ইন্দ্রিয়ানুভবের আধেয় (content)-কে তিনি বাহ্যরূপ বলেন। এই বাহ্যরূপের অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ানুভবের আধেয়ের যৌক্তিক বিশ্লেষণ করলে দুটি অংশ পাওয়া যায়। একটি **উপাদান (matter)** অন্যটি **আকার (form)**। উপাদান হচ্ছে বাহ্যরূপের সেই অংশ যা সংবেদনের অনুরূপ—অর্থাৎ, যা আমরা সংবেদনে পাই। কিন্তু এর আকার সংবেদনে পাই না। অথচ মনে হতে পারে সংবেদনে বা ইন্দ্রিয়ানুভবে আমরা উপাদান ও আকার উভয়ই পাই। যেমন, যখন আমরা একটি চতুষ্কোণ লাল কাগজ ইন্দ্রিয়ানুভবে পাই, তখন উপাদান (লাল কাগজ) এবং আকার (চতুষ্কোণত্ব) উভয়ই আমরা ইন্দ্রিয়ানুভবে পাই। কিন্তু কান্ট্ বলেন, ইন্দ্রিয়ানুভবে আমরা কেবল উপাদানই পাই, ইন্দ্রিয়ানুভব আমাদের কেবল উপাদানই দিতে পারে—ইন্দ্রিয়ানুভবে আমরা আকার পাই না, ইন্দ্রিয়ানুভব আমাদের আকার দিতে পারে না। আকার ***পূর্বতসিদ্ধ (a priori)***—অর্থাৎ, পূর্ব থেকে আমাদের মনে আছে ; কাজেই আকার ইন্দ্রিয়ানুভব-নিরপেক্ষ। ইন্দ্রিয়ানুভবে যে উপাদান পাওয়া যায়, তা ঐ আকারে বিন্যস্ত হয় বা ঐ আকারে আকারিত হয়। কান্ট্ বলেন, এই আকার বিশুদ্ধ (pure) এবং এ বিশুদ্ধ আকার দুটি—দেশ ও কাল। এগুলিকে তিনি ইন্দ্রিয়ানুভবের বিশুদ্ধ আকার বলেন। কান্টের মতে, ইন্দ্রিয়ানুভবে যা প্রদত্ত হয়, অর্থাৎ বাহ্যরূপ, তার উপাদান-অংশ ইন্দ্রিয়ানুভবের আকারে আকারিত হয়—অন্য কথায়, দৈশিক (spatio) ও কালিক (temporal) বলে অনুভূত হয়। এরপর তা বৌদ্ধিক প্রকার দ্বারা প্রকারিত হয়ে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। কান্টের মতে, বাহ্যরূপেরা দৈশিক ও কালিক আকারে আকারিত এবং বৌদ্ধিক প্রকারে প্রকারিত হলে তাদের বলে ***অবভাস (phenomena)***। কিন্তু প্রশ্ন হল : দেশ ও কাল কি বস্তুসমূহের সম্বন্ধ বা নির্দিষ্টকরণ (relation or determination) ? অথবা দেশ ও কাল কি কেবল অনুভবের আকার? এসব প্রশ্নের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে কান্ট্ প্রথমে দেশের প্রত্যয়ের **অধিবিদ্যক ব্যাখ্যা (Metaphysical Exposition), অতিবর্তীমূলক ব্যাখ্যা (Transcendental Exposition)** ও এসবের থেকে কিছু সিদ্ধান্ত নিষ্কাশন করেন, এবং পরে কালের প্রত্যয়ের **অধিবিদ্যক ব্যাখ্যা, অতিবর্তী ব্যাখ্যা** এবং এইসবের থেকে কিছু **সিদ্ধান্ত** নিষ্কাশন করেছেন।

১. দেশের প্রত্যয়ের অধিবিদ্যক ব্যাখ্যা :

দেশ পূর্বতসিদ্ধ অনুভব

"দেশের প্রত্যয়ের অধিবিদ্যক ব্যাখ্যা" বলতে কান্ট্ বোঝেন, দেশ যে ***পূর্বতসিদ্ধ*** অনুভব ***(a priori intuition)*** তা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন। ***ক্রিটিক অফ্ পিওর্ রীজন্***-এর প্রথম সংস্করণে তিনি এইরূপ ব্যাখ্যায় পাঁচটি যুক্তি উত্থাপন করেন, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে উক্ত পাঁচটি যুক্তির তৃতীয়টি বর্জন করে প্রত্যয়টির অতিবর্তী ব্যাখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করেন। কাজেই দ্বিতীয় সংস্করণে চারটি যুক্তি আছে প্রথম ও তৃতীয় যুক্তি 1770-এর ***ইন্‌অগিয়ুরেল্ ডিসার্টেসন্ (Inaugural Dissertation)*** থেকে নেওয়া, আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ যুক্তি ***ক্রিটিক***-এ নব সংযোজন। যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

প্রথম যুক্তির বক্তব্য এই যে "দেশ কোনো অভিজ্ঞতামূলক প্রত্যয় নয় যা বাহ্য অভিজ্ঞতাসমূহ থেকে নিষ্কাশিত হয়েছে[১]"। আমাদের বহির্ভুক্ত কোনোকিছুর বাহ্য অভিজ্ঞতা আমাদের হয়। অন্য কথায়, আমরা নিজেরা যে দেশে আছি সেই দেশ থেকে অন্য কোনো দেশে অবস্থিত কোনোকিছুর বাহ্য অভিজ্ঞতা আমাদের

[১] "Space is not an empirical concept which has been derived from outer experiences." ***(Critique of Pure Reason, p. 68).***

Scanned with CamScanner

হয়। কিন্তু যখনই আমাদের এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়, তখনই আমরা দেশের ধারণা বা প্রত্যয় লাভ করি—এমন আমরা মনে করতে পারি না বলে কান্ট্ মনে করেন। কেননা এ ধরনের অভিজ্ঞতার পূর্বস্বীকৃতি হল দেশের ধারণা, দেশের ধারণা আগে থেকে না থাকলে এইরূপ অভিজ্ঞতা হতে পারে না। সুতরাং আমাদের যে কোনো বাহ্য অভিজ্ঞতা হতে হলে দেশের ধারণা আগে থেকে আমাদের থাকতে হবে। কান্টের মতে, দেশের ধারণা বাহ্য অভিজ্ঞতা দ্বারা সম্ভব নয়, বরং দেশের ধারণা আছে বলেই বাহ্য অভিজ্ঞতা সম্ভবপর হয়। সুতরাং দেশের ধারণা অভিজ্ঞতা থেকে নিষ্কাশিত হয় না (অর্থাৎ, অভিজ্ঞতামূলক নয়)।

কান্ট্ এ যুক্তিতে এটা দাবি করেন বলে মনে হয় যে বিশেষ বিশেষ দৈশিক সম্বন্ধ উপস্থাপনের জন্য দেশের ধারণা বা ভানকে আমাদের পূর্ব থেকে স্বীকার করে নিতে হবে। এখন যুক্তিটিকে আমাদের এইভাবে লক্ষ করা উচিত যে যুক্তিটির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল আপেক্ষিকবাদ (relationism)। উল্লেখ্য, কান্টের পূর্ববর্তী দার্শনিক লাইব্নিৎস্-এর কাছে দেশ হচ্ছে বিশেষ বিশেষ বস্তুসমূহের মধ্যেকার বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ। বস্তুগুলির অস্তিত্ব দেশের অস্তিত্বের এবং সম্বন্ধগুলির পূর্বভাবী। অবশ্য লাইব্নিৎস্ প্রমুখ আপেক্ষিকবাদীরা বলতে পারেন, বস্তুসমূহ এবং দৈশিক সম্বন্ধ পরস্পর নির্ভরশীল। এখন, কান্টের প্রথম যুক্তিটি প্রবলতর হবে, যদি যুক্তিটি এ ব্যাপারটির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে বিষয়ের দৈশিক বৈশিষ্ট্যই বিষয়কে আমাদের নিজেদের থেকে পৃথকভাবে এবং অন্যান্য বিষয় থেকে পৃথকভাবে উপস্থাপিত করতে আমাদের সমর্থ করে থাকে।[১] যদিও "ঈস্থেটিক্"-এ কান্টের দেশ-সংক্রান্ত মতের সরল অর্থ এটি নয়। তবে এটি যে কান্টের অভিপ্রায় হতে পারে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় অন্যত্র—(1770-এর ***Inaugural Dissertation,*** sec. 15A)।

দ্বিতীয় যুক্তিতে বলা হয়েছে : দেশ হচ্ছে ***পূর্বতসিদ্ধ*** প্রত্যয় বা ধারণা[২], যা আমাদের সকল বাহ্য অনুভবের ভিত্তিস্বরূপ। দেশ ***পূর্বতসিদ্ধ,*** কেননা দেশ অবশ্যম্ভব। দেশ যে অবশ্যম্ভব, তা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বলা হয় যে আমরা কখনও আমাদের কাছে স্বয়ং দেশের অভাব বা অনুপস্থিতি উপস্থাপন করতে পারি না—অর্থাৎ, স্বয়ং দেশের অনুপস্থিতি আমরা কখনও কল্পনা করতে পারি না—যদিও দেশে সকল বস্তুর অনুপস্থিতি আমরা কল্পনা করতে পারি। দেশে সকল বস্তুর অনুপস্থিতি কল্পনা করতে পারি বলেই দেশ সকল (বাহ্য) বস্তুর অনুভবের ভিত্তিস্বরূপ—অর্থাৎ, দেশ ***পূর্বতসিদ্ধ*** প্রত্যয় বা ধারণা।

দ্বিতীয় যুক্তিতে বলা হয়েছে, আমরা কখনও আমাদের কাছে স্বয়ং দেশের অভাব বা অনুপস্থিতি উপস্থাপন (represent) করতে পারি না। কাজেই দেশ অবশ্যম্ভব, ***পূর্বতসিদ্ধ।*** কিন্তু প্রশ্ন ওঠে : "উপস্থাপন"-এর কী অর্থে আমরা দেশের অভাব উপস্থাপন করতে পারি না? বস্তুতপক্ষে, সবচেয়ে কড়া অর্থে দেশের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভব বা অনিবার্য নয় বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৩] স্বয়ং-সৎ-বস্তুসমূহ আমরা যেভাবেই চিন্তা করি না কেন, আমরা অ-দৈশিক জগতের চিন্তা বা কল্পনা করতে পারি। অন্যদিকে, "মনোবৈজ্ঞানিক" ব্যাপার হিসাবে আমরা যে দেশের অভাব কল্পনা বা উপস্থাপন অন্য কোনো ভাবে করতে সমর্থ নই—এ কথার চেয়ে বেশি কিছু কান্ট্কে দাবি করতে হবে বলে পার্সন্স্ মন্তব্য করেন।

পুনরায়, দ্বিতীয় যুক্তিতে কান্টের বক্তব্য হল : বিষয় ব্যতিরেকে আমরা দেশকে চিন্তা করতে পারি। একদিক থেকে এটি অবশ্যই সত্য—যথা, আমরা যখন জ্যামিতি করি তখন আমরা এটি করে থাকি। কিন্তু এক্ষেত্রে কান্ট্ জ্যামিতির কথা বোঝাচ্ছেন কিনা, তা স্পষ্ট নয়। যদি তিনি তা বোঝান, তাহলে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কেউ কান্টের বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন এই বলে যে জ্যামিতিতে আমরা গাণিতিক বিমূর্তকরণ নিয়ে আলোচনা করি—জ্যামিতিক দেশকে নিয়ে আলোচনা করি না।[৪] যাইহোক না কেন, এটি স্পষ্ট নয় যে বিষয় ব্যতিরেকে দেশের চিন্তা প্রকৃতপক্ষে হল বিষয়-বিশিষ্ট-দেশের চিন্তা—যে বিষয় সম্পর্কে আমরা আগে থেকে কোনোকিছুই মনে করে নিই না। দ্বিতীয় যুক্তি সম্পর্কে আমাদের এই

---

[১] Op cit, Parsons, C. p. 68.

[২] ***Critique of Pure Reason,*** p. 68.

[৩] Ibid, p. 68.

Scanned with CamScanner

যে বোধ তা কান্টের যা অভিপ্রেত তার চেয়ে দুর্বলতর বলে মনে হতে পারে। তবুও দেশ যে *পূর্বতসিদ্ধ* সে বিষয়ে কান্টের দাবির পক্ষে উক্ত বোধ পর্যাপ্ত বলে মন্তব্য করা হয়।

প্রথম যুক্তিটি অভাববাচকভাবে দেখানোর চেষ্টা করে যে দেশ কোনো অভিজ্ঞতামূলক (অর্থাৎ, *পরতসাধ্য*) প্রত্যয় বা ধারণা নয় ; আর দ্বিতীয় যুক্তিটি ভাববাচকভাবে দেখানোর চেষ্টা করে যে দেশ *পূর্বতসিদ্ধ* প্রত্যয় বা ধারণা।

তৃতীয় যুক্তির বক্তব্য হল : দেশ কোনো এলোমেলো কিংবা সাধারণভাবে বস্তু-সম্বন্ধের কোনো সাধারণ বা সামান্য প্রত্যয় (বা ধারণা) নয়, বরং একটি বিশুদ্ধ অনুভব (pure intuition)[১]। কোনো সাধারণ বা সামান্য প্রত্যয় আমাদের তখন হয়, যখন আমরা অনেক বস্তু দেখে থাকি—অর্থাৎ, বিভিন্ন বস্তু দেখার পর আমাদের সামান্যের প্রত্যয় হয়। দেশের প্রত্যয় কিন্তু এইরকম সাধারণ প্রত্যয় নয় যা আমরা বিভিন্ন অংশ-দেশসমূহ থেকে পেয়ে থাকি। কান্টের মতে, এক অভিন্ন অনন্য দেশের ধারণা আমাদের আগে থেকেই আছে। একথা ঠিক যে আমরা বিভিন্ন অংশ-দেশের কথা বলি ; কিন্তু তার দ্বারা আমরা একই অনন্য দেশের বিভিন্ন অংশসমূহকেই বুঝিয়ে থাকি। অধিকন্তু, বিভিন্ন অংশ-দেশসমূহ একই অভিন্ন দেশের পূর্ববর্তী নয় (অর্থাৎ, এমন নয় যে বিভিন্ন অংশ-দেশের ধারণা থেকে আমরা অনন্য দেশের প্রত্যয় পাই)। স্বরূপত দেশ একই, একই সমগ্র দেশ পূর্ববর্তী ; আর সেই দেশকে পরিচ্ছিন্ন (limited) করে আমরা অংশ-দেশসমূহের ধারণা পাই। কান্টের মতে, এক অভিন্ন অনন্য দেশ আসলে বিশুদ্ধ অনুভবমাত্র (অর্থাৎ, আমাদের সংবেদনশক্তির বা অনুভবের আকারমাত্র)।

তৃতীয় যুক্তিতে কান্টের দাবির একটি অংশ হল এই যে দেশ এক বা অনন্য (singular)। এ দাবির অর্থটি স্পষ্ট এবং এতে সমস্যাজনক কিছু নেই। দাবিটি যখন সেই দেশকে বোঝায় যে দেশে আমরা বাস করি, বিষয় প্রত্যক্ষ করি কিংবা ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের দেশকে নির্দেশ করে, তখন "দেশ" যে এক তা স্পষ্ট। অধিকন্তু, আমরা যে দেশে বাস করি, বিষয় প্রত্যক্ষ করি সে দেশের নির্দেশ অবশ্যই নির্ভর করে এই ব্যাপারটির ওপর যে ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানে দেশের অনন্যত্ব উক্ত ব্যাপারটি থেকে নিঃসৃত হয় বলে আমরা যুক্তিযুক্তভাবে মনে করতে পারি।

চতুর্থ যুক্তিতে কান্ট্ তৃতীয় যুক্তির প্রতিপাদ্য বিষয়—অর্থাৎ, দেশ কোনো সামান্য প্রত্যয় নয়, অনুভবমাত্র, এ বিষয়কে—অন্যভাবে প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন। দেশকে একটি অসীম প্রদত্ত[২] পরিমাণ হিসাবে আমরা মনে করি। দেশের প্রত্যয় বিভিন্ন বিশেষ দৃষ্টান্ত (অর্থাৎ, অংশ-দেশসমূহ) থেকে নিষ্কাশন করা সামান্য প্রত্যয় নয়। কেননা সামান্য প্রত্যয়ের কোনো পরিমাণ থাকে না। কিন্তু আমরা দেশকে অসীম প্রদত্ত পরিমাণ হিসাবে মনে করি। কাজেই দেশ কোনো সামান্য প্রত্যয় নয় ; অনুভবমাত্র (অর্থাৎ, আমাদের সংবেদনশক্তির বা অনুভবের আকারমাত্র)।

চতুর্থ যুক্তিতে কান্ট্ বলেছেন, দেশ অসীম বা অনন্ত হিসাবে প্রদত্ত হয়। দেশকে প্রদত্ত বলার দ্বারা কান্ট্ নিশ্চয়ই এটি প্রতিপাদন করতে চান না যে—দেশের যে ভান (representation) আমাদের হয়, তা আমাদের বাইরে থেকে আসে। কান্ট্ কেবল এটি বোঝাতে চান, দেশ হচ্ছে সাক্ষাৎ অবগতির বিষয়—মূল-কাঠামো (framework) হিসাবে দেশ সম্পর্কে আমরা সরাসরি অবগত হই, যে কাঠামোতে বস্তুসকল ও ঘটনাসমূহকে চিহ্নিত করা যায়।

২. দেশের প্রত্যয়ের অতিবর্তীমূলক ব্যাখ্যা

"কোনো প্রত্যয়ের অতিবর্তীমূলক ব্যাখ্যা" বলতে কান্ট্ বোঝেন কোনো নীতি হিসাবে প্রত্যয়টির এমন ব্যাখ্যা যে উক্তরূপ প্রত্যয় থেকে অন্য *পূর্বতসিদ্ধ* সংশ্লেষক জ্ঞানকে বোঝা যায়। তাঁর মতে, এর জন্য দরকার দুটি জিনিস—(১) প্রদত্ত প্রত্যয়টি থেকে *পূর্বতসিদ্ধ* সংশ্লেষক জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে নিঃসৃত হবে, এবং (২) প্রত্যয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য কেবলমাত্র কোনো বিশেষ ধরন বা উপায় স্বীকার করার ওপরই এ ধরনের জ্ঞান সম্ভবপর হবে[৩]।

---

[১] ***Critique of Pure Reason,*** p. 70.

[২] ***Critique of Pure Reason,*** p. 69.

[৩] ***Critique of Pure Reason,*** p. 69-70.

Scanned with CamScanner

এখন, কান্টের মতে, এ প্রত্যয় হল *পূর্বতসিদ্ধ* অনুভবরূপে দেশের প্রত্যয়। প্রত্যয়টি থেকে *পূর্বতসিদ্ধ* সংশ্লেষক জ্ঞানকে যে পাওয়া যায়, তা দেখতে গিয়ে কান্ট্ জ্যামিতি নামক বিজ্ঞানের উদাহরণ নিয়েছেন। তিনি বলেন, এই বিজ্ঞান দেশের ধর্মকে সংশ্লেষক অথচ *পূর্বতসিদ্ধ* উপায়ে নির্ধারণ করে। অন্য কথায়, এ বিজ্ঞানে দেশ-সংক্রান্ত *পূর্বতসিদ্ধ* সংশ্লেষক জ্ঞান হয়, যথা "দেশ হয় কেবল ত্রিমাত্রিক" এ *পূর্বতসিদ্ধ* সংশ্লেষক জ্ঞান। এ জ্ঞান সম্ভবপর হতে হলে, কান্ট্ মনে করেন—দেশের যে প্রত্যয় বা ধারণা আমাদের থাকতে হবে তার উৎস যেমন অনুভব (intuition) তেমনি সেই অনুভব *পূর্বতসিদ্ধ।* অন্য কথায়, দেশ *পূর্বতসিদ্ধ* অনুভব। এখানে "অনুভব" বলতে অনুভবের আকার বা ধরনকে বোঝাচ্ছে বলে মনে হয়। দেশ যদি অনুভব না হয়, সামান্য ধারণা হয়, তাহলে উক্ত সংশ্লেষক জ্ঞান হবে না। কেননা সামান্য ধারণার ক্ষেত্রে আমার কখনও ধারণাটিকে অতিক্রম করে যেতে পারি না বলে কান্ট্ মনে করেন ; আর অতিক্রম করা যেতে না পারলে সংশ্লেষক জ্ঞান হয় না। কাজেই দেশ অনুভব বা অনুভবের আকার। আবার, এই অনুভব বা অনুভবের আকার *পূর্বতসিদ্ধ*—অর্থাৎ, কোনো বিষয় বা বস্তুর অভিজ্ঞতা থেকে এ অনুভব আমাদের হয় না, অভিজ্ঞতার পূর্বেই এ অনুভব হয়ে থাকে।

অন্যভাবে বলা যায়, দেশের অতিবর্তীমূলক ব্যাখ্যাতে কান্ট্ যা দাবি করেন তা হল : দেশকে *পূর্বতসিদ্ধ* অনুভব হিসাবে গ্রহণ করা হল জ্যামিতিতে *পূর্বতসিদ্ধ* সংশ্লেষক জ্ঞানের সম্ভবপরতার আবশ্যিক শর্ত—অর্থাৎ, দেশকে *পূর্বতসিদ্ধ* অনুভব হিসাবে গ্রহণ না করলে জামিতিতে *পূর্বতসিদ্ধ* সংশ্লেষক জ্ঞান সম্ভবপর হবে না। এর থেকে বোঝা যায় যে কান্টের উক্ত দাবি বা যুক্তির হেতুবাক্য হল—জ্যামিতিক জ্ঞান *পূর্বতসিদ্ধ* সংশ্লেষক। জ্যামিতিকে তিনি স্পষ্টতই দেশ সংক্রান্ত বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করেছেন। এ দেশ হচ্ছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দেশ, ভেত বিজ্ঞান বা জাগতিক বিজ্ঞানের দেশ। দেশ সম্পর্কে কান্টের এই বিবেচনা বা বোধ যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে জ্যামিতি যে *পূর্বতসিদ্ধ* তা অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে পড়বে বলে পার্সন্স্[১] মন্তব্য করেছেন। পার্সন্স্ আরও মন্তব্য করে বলেন, অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির বিকাশ এবং পদার্থবিজ্ঞানে এর প্রয়োগ লক্ষ করলে জ্যামিতি সম্পর্কে এবং দেশ সম্পর্কে কান্টের তত্ত্ব বর্জিত হয়ে যাবে।

পার্সন্স্ বলেছেন, জ্যামিতিক জ্ঞান যে *পূর্বতসিদ্ধ* সংশ্লেষক কান্টের এমত তাঁর সময়কার গাণিতিক অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু আধুনিক কালে বিশুদ্ধ জ্যামিতি এবং প্রায়োগিক (applied) জ্যামিতির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। এ পার্থক্য স্বীকার করে নিলে আমরা কখনও বিশুদ্ধ জ্যামিতির জ্ঞানকে স্পষ্টভাবে সংশ্লেষক বলতে পারব না, আবার প্রায়োগিক জ্যামিতির জ্ঞানকে *পূর্বতসিদ্ধ* হিসাবে গ্রহণ করতে পারব না। এই সব বিষয় বিবেচনা করে বলা যায় যে দেশের অতিবর্তীমূলক ব্যাখ্যাতে বা যুক্তিতে কান্টের যে হেতুবাক্য—জ্যামিতিক জ্ঞান *পূর্বতসিদ্ধ* সংশ্লেষক জ্ঞান—তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

দেখা গেল, দেশের যে *পূর্বতসিদ্ধ* অনুভবরূপ প্রত্যয় তার থেকে অন্য সংশ্লেষক জ্ঞানের, যেমন জ্যামিতিক জ্ঞানের, সম্ভাবনাকে বোঝা যায়।

৩. কালের প্রত্যয়ের অধিবিদ্যক ব্যাখ্যা :
কাল *পূর্বতসিদ্ধ* অনুভব

কান্ট্ কালের প্রত্যয়ের অধিবিদ্যক ব্যাখ্যায় দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে কাল *পূর্বতসিদ্ধ* অনুভব। তা দেখাতে গিয়ে তিনি পাঁচটি যুক্তি[২] উত্থাপন করেন। যুক্তিগুলিকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে উপস্থিত করতে পারি।

প্রথমত, কাল কোনো অভিজ্ঞতামূলক ধারণা বা প্রত্যয় নয় যা কোনো অভিজ্ঞতা থেকে নিষ্কাশিত হয়েছে[৩]। মনে হতে পারে যে বস্তুসমূহের সহ-অবস্থান এবং পারম্পর্যের যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়, তার থেকেই কালের বোধ বা ধারণা আমাদের হয়ে থাকে। কিন্তু কান্টের মতে, বস্তুসমূহের সহ-অবস্থান এবং পারম্পর্যের

---

[১] Parsons, C., "The Transcendental Aesthetic" in Gayer, P. (ed.) ***The Cambridge Companion to Kant,*** Cambridge University Press, 1992, pp. 75-76.

[২] ***Critique of Pure Reason,*** p. 74-75.

[৩] ***Ibid*** p. 74.

Scanned with CamScanner

অভিজ্ঞতার পূর্বেই কালের ধারণা আমাদের হয়ে থাকে। যদি কালের কোনো ধারণা আমাদের পূর্ব থেকে না থাকে, তাহলে বস্তুসমূহের পারম্পর্যের বা যৌগপদ্যের অভিজ্ঞতা আমাদের হতে পারে না। কিন্তু এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়। সুতরাং কালের ধারণা এ ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে নিঃসৃত হয় না, বরং এ জাতীয় অভিজ্ঞতার পূর্বেই হয়ে থাকে। অতএব কাল কোনো অভিজ্ঞতামূলক ধারণা বা প্রত্যয় নয়।

দ্বিতীয়ত, কালের ধারণা বা বোধ আমাদের আছে। এ বোধ একটি অবশ্যম্ভব বোধ যা সকল অভিজ্ঞতার ভিত্তিস্বরূপ। অন্য কথায়, কাল-বোধে এক ধরনের অবশ্যম্ভবতা বিদ্যমান থাকে। এখন, যে বোধ একটি অবশ্যম্ভব বোধ, যে বোধে এক ধরনের অবশ্যম্ভবতা বিদ্যমান থাকে—তাকে অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় না, তা অভিজ্ঞতা-পূর্ব, অর্থাৎ, *পূর্বতসিদ্ধ।* আমরা ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় যা পাই, অর্থাৎ বাহ্যরূপ, সাধারণভাবে সেই বাহ্যরূপের সাপেক্ষে আমরা কালের অভাব কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু বাহ্যরূপ ব্যতিরেকে শূন্য কালের কথা চিন্তা করতে পারি। অন্য কথায়, ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় পাওয়া বাহ্যরূপ আছে, অথচ তা কোনো কালে নেই—এমন কল্পনা আমরা করতে পারি না ; কিন্তু বাহ্যরূপহীন শূন্য কালের কথা চিন্তা করতে পারি। সুতরাং কাল *পূর্বতসিদ্ধ।* কালেতেই কেবল সকল বাহ্যরূপের বাস্তবতা সম্ভবপর হয়, কিন্তু সকল বাহ্যরূপের সার্বিক শর্ত হিসাবে স্বয়ং কালকে আমরা অপসারণ করতে পারি না[১]।

তৃতীয়ত, সাধারণভাবে কাল বা কালের সম্বন্ধ সম্পর্কে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বা অবশ্যম্ভব নীতি আছে, যেগুলির ভিত্তি হল কাল-বোধের অবশ্যম্ভবতা[২]। এই ধরনের নীতির উদাহরণ হচ্ছে : "কাল কেবল এক-মাত্রিক", "বিভিন্ন কাল যুগপৎ নয় বরং পূর্বপর।" এসব নীতি অবশ্যম্ভব ও যথাযথভাবে সার্বিক। আর যা অবশ্যম্ভব ও যথাযথভাবে সার্বিক তা অভিজ্ঞতা থেকে নিষ্কাশিত হতে পারে না। সুতরাং কাল বা কালের সম্বন্ধ-সংক্রান্ত নীতি অভিজ্ঞতা থেকে নিষ্কাশিত হতে পারে না। অতএব এ জাতীয় নীতি *পূর্বতসিদ্ধ।* এর থেকে বলা যায়, কাল *পূর্বতসিদ্ধ* প্রত্যয় বা ধারণা।

চতুর্থত, কাল কোনো এলোমেলো ধারণা নয়, অথবা যাকে সামান্য ধারণা বলে সে ধারণা নয় ; বরং ইন্দ্রিয় অনুভবের বিশুদ্ধ আকার[৩]। অনেক বস্তু দেখার পর আমাদের সামান্যের ধারণা হয়। কিন্তু কালের ধারণা অনেক অংশ-কাল থেকে আমরা পাই না। কাল এক, অনন্য ; বিভিন্ন অংশ-কাল এই অনন্য কালের বিভিন্ন অংশ মাত্র। কাজেই অনন্য কাল কোনো সামান্য ধারণা নয়। অধিকন্তু, কাল যদি কোনো সামান্য ধারণা হয়, তাহলে এর থেকে "বিভিন্ন কাল যুগপৎ হতে পারে না" বচনটি নিষ্কাশন করা যেত। কিন্তু এ বচনটিকে কোনো সামান্য ধারণা থেকে নিষ্কাশন করা যায় না বলে কান্ট্ মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং কাল কোনো সামান্য ধারণা নয়। কাল আমাদের অনুভবের বিশুদ্ধ ধরন বা আকার।

পঞ্চমত, কান্ট্ অন্যভাবে দেখানোর চেষ্টা করেন যে কাল অনুভবমাত্র, সামান্য ধারণা নয়। তাঁর মতে, কালকে আমরা অসীম পরিমাণ হিসাবে মনে করি[৪]। কাল যদি সামান্য ধারণা হত, তাহলে তাকে অসীম পরিমাণ হিসাবে মনে করতে পারতাম না, কেননা সামান্যের কোনো পরিমাণ থাকে না। কাজেই কাল কোনো সামান্য প্রত্যয় বা ধারণা নয়। কান্টের মতে, অসীম পরিমাণ কাল বিভিন্ন অংশ-কালসমূহের পূর্ববর্তী। কাল সামান্য ধারণা হলে, অংশ-কালসমূহ এক অনন্য কালের পূর্ববর্তী হত। কেননা বিভিন্ন অংশ বা দৃষ্টান্ত থেকে সামান্য ধারণা গঠিত হয়। কিন্তু অংশ-কালসমূহ অসীম কালের পূর্ববর্তী নয়। সুতরাং কাল কোনো সামান্য ধারণা নয়, আমাদের অনুভবের আকার বা অনুভবমাত্র।

৪. কালের প্রত্যয়ের অতিবর্তীমূলক ব্যাখ্যা

কান্ট্ কালের প্রত্যয়ের অধিবিদ্যক ব্যাখ্যায় যে তৃতীয় যুক্তিটি প্রদান করেছেন, তা সঙ্গতভাবে এ প্রত্যয়ের অতিবর্তীমূলক ব্যাখ্যার অন্তর্গত বলে তিনি নিজেই মত প্রকাশ করেছেন[৫]। যাইহোক, কালের প্রত্যয়ের

---

[১] *Ibid* p. 75.
[২] *Ibid* p. 75.
[৩] *Ibid* p. 75.
[৪] *Ibid* p. 75.
[৫] *Kant's Critique of Pure Reason* p. 76.

Scanned with CamScanner

অতিবর্তীমূলক ব্যাখ্যায় কান্ট্ দেখানোর চেষ্টা করেন যে এ প্রত্যয়ের অধিবিদ্যক ব্যাখ্যায় কাল সম্পর্কে যে মত ব্যক্ত করা হয়েছে তার দ্বারা কিছু *পূর্বতসিদ্ধ* সংশ্লেষক জ্ঞান বোধগম্য হয়।

আমরা জানি যে কাল সম্পর্কে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বা অবশ্যম্ভব নীতি আছে : "কাল কেবল এক-মাত্রিক", "বিভিন্ন কাল যুগপৎ নয় বরং পূর্বপর"। এসব নীতি অবশ্যম্ভব—এদের কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না, অর্থাৎ এরা যথাযথভাবে সার্বিক, কাজেই এরা *পূর্বতসিদ্ধ*। পুনরায়, এসব নীতি সংশ্লেষক—সংশ্লেষক বলে এগুলি অনুভবের ওপর নির্ভরশীল। কান্টের মতে, *পূর্বতসিদ্ধ* বলে এসব নীতি অভিজ্ঞতা থেকে নিষ্কাশিত হতে পারে না। সুতরাং তারা *পূর্বতসিদ্ধ* অনুভবের ওপর নির্ভরশীল। এখন, কালের প্রত্যয়ের অধিবিদ্যক ব্যাখ্যায় কান্ট্ এই মত প্রকাশ করেছেন যে কাল *পূর্বতসিদ্ধ* অনুভব। এ মতের ওপর নির্ভর করে আমরা বুঝতে পারি কীভাবে উক্তরূপ *পূর্বতসিদ্ধ* সংশ্লেষক জ্ঞান সম্ভবপর হয়।

কালের প্রত্যয়ের অতিবর্তীমূলক ব্যাখ্যায় কান্ট্ যা যুক্ত করেছেন তা এই। পরিবর্তনের প্রত্যয় এবং এর সঙ্গে গতির প্রত্যয় সম্ভবপর হয় কেবলমাত্র কালের প্রত্যয় বা ধারণার মাধ্যমে, কিংবা কালের ধারণাতে। পরিবর্তনের প্রত্যয় এবং গতির প্রত্যয়ের মধ্যে বিরুদ্ধতা আছে বলে কান্ট্ মনে করেন, এবং প্রত্যয়গুলির সম্ভাবনা কেবলমাত্র কোনো সামান্য ধারণা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, বোধগম্য হয় না। "এক এবং একই জিনিসে অভিন্ন কোনো ধর্মের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি"—এ বচনে পরিবর্তনের ধারণা ব্যক্ত হয়েছে ; আর "এক এবং একই স্থানে একই জিনিসের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি"—এ বচনে গতির ধারণা নিহিত আছে। এখন, এ ধারণাগুলি অথবা উক্ত বচনগুলি বোধগম্য হবে না, যদি আমরা কালের ধারণাকে কোনো সামান্য ধারণা বলি ; কিন্তু ঐগুলি বোধগম্য হবে কেবলমাত্র কালকে অনুভব হিসাবে গ্রহণ করলে। কালের অনুভব থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে—একই জিনিস বা ধর্মের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি একে অন্যের বিরুদ্ধ নয়, যখন তারা একটির পর অন্যটি ঘটে, অর্থাৎ কালে ঘটে।

ঞ. দেশ ও কাল অভিজ্ঞতামূলকভাবে বাস্তব কিন্তু অতিবর্তীমূলকভাবে জ্ঞানিক

(Space and time are empirically real, but transcendentally ideal)

ক্রিটিক্ অফ্ পিওর্ রীজন্ গ্রন্থের "দ্য ট্রান্সেন্ডেন্টাল্ ঈস্থেটিক্" অংশে দেশ ও কাল সম্পর্কে যে মত ব্যক্ত হয়েছে, তার থেকে কিছু সিদ্ধান্ত নিষ্কাশিত হয়েছে। সিদ্ধান্তগুলির একটি হল : **দেশ ও কাল অভিজ্ঞতামূলকভাবে বাস্তব, কিন্তু অতিবর্তীমূলকভাবে জ্ঞানিক**। এই সিদ্ধান্তের অর্থ ব্যাখ্যা নিম্নলিখিতভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে।

জ্ঞান হতে হলে, কান্টের মতে, ইন্দ্রিয়ানুভব ও বুদ্ধি উভয়ই দরকার। ইন্দ্রিয়ানুভব কোনোকিছুকে গ্রহণ করে ; এ কোনোকিছুকে বলে প্রদত্ত (given)। প্রদত্তর দুটি অংশ, আকার ও উপাদান। আকার প্রদান করে বুদ্ধি, উপাদানকে গ্রহণ করে ইন্দ্রিয়ানুভব বা সংবেদনশক্তি (sensibility)। সংবেদনশক্তি বা ইন্দ্রিয়ানুভব উপাদানকে গ্রহণ করে তার নিজস্ব দুটি ভঙ্গি, ধরন বা আকারের মাধ্যমে। এ দুটি আকার হচ্ছে, দেশ ও কাল। বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান বা প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রদত্তর উপাদান অংশকে সংবেদনশক্তি দেশ ও কাল উভয় আকারের মাধ্যমে গ্রহণ করে, আর আন্তর জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্তরিন্দ্রিয় মন কেবলমাত্র কাল নামক আকারের মাধ্যমে তার বিষয়কে (উপাদানকে) গ্রহণ করে। কান্ট্ দেশ ও কালকে সংবেদনশক্তির বিশুদ্ধ আকার (pure forms of sensibility) বা *পূর্বতসিদ্ধ অনুভব (a priori intuition)* বলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, দেশ ও কাল আমাদের জ্ঞান বা প্রত্যক্ষের আবশ্যিক শর্ত—জ্ঞাতার দিক থেকে আবশ্যিক শর্ত। এর অর্থ হল, জ্ঞাতা তার দেশ ও কাল বলে সংবেদনশক্তির আকারের মাধ্যমে প্রদত্তকে গ্রহণ না করলে প্রদত্ত কখনও জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত হতে পারে না। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে : দেশ ও কাল কি বাস্তবিক পদার্থ নয়, বাস্তব নয়?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে "বাস্তব" কথাটির কী অর্থ প্রদান করা যেতে পারে, তা জানা দরকার বলে মনে হয়। তা প্রদান করতে গিয়ে প্রথমেই বলা যায় যে, কান্ট্ "বাহ্যরূপ" ("appearance") এবং

Scanned with CamScanner